সরকারি প্রকল্প

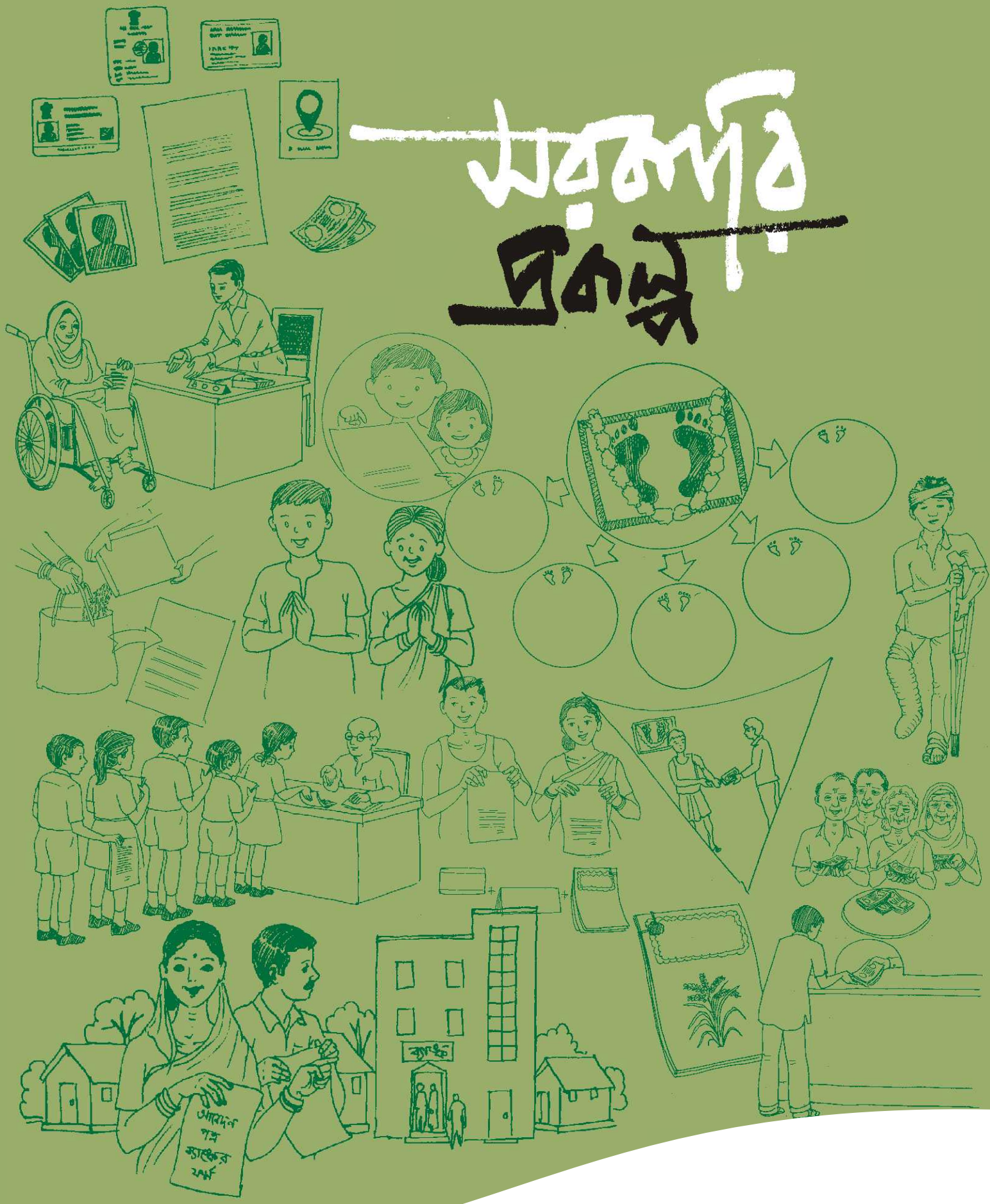

BMZ Federal Ministry for Economic Cooperation and Development

DRCSC

Partnership Development Justice NETZ বাংলাদেশ

প্রকল্প অর্থায়ন: বি. এম. জেড. | রূপায়ণ: ডি.আর.সি.এস.সি. | সহ-অর্থায়ন: নেটজ্ বাংলাদেশ

সরকারি প্রকল্প

সরকারি প্রকল্প

ডিআরসিএসসি

এপ্রিল ২০২২

রচনা ও সম্পাদনা - স্বাগতা মণ্ডল

হরফ - **শিপ্রা দাস**

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসাজ - **অভিজিত দাস**

রেখাচিত্র - **মানবেন্দ্র পাল**

প্রকাশক
দিলীপ কুমার সরকার
ডিআরসিএসসি
৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা ৭০০ ০৪২
০৩৩৩ ২৪৪২ ৭৩১১ | ০৩৩ ২৪৪১ ১৬৪৬
drcsc.ind@gmail.com, www.drcsc.org

সহায়তায়
বি. এম. জেড. নেটজ্ বাংলাদেশ

ভূমিকা

সরকার, সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে, সাধারণ মানুষের দ্বারাই তৈরি হয়, সাধারণ মানুষের উন্নয়নের দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য। তাঁরা বিভিন্ন কারনে সাধারণ মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছাতে পারেন না ।

তাই, ডিআরসিএসসি'র পক্ষ থেকে বি. এম. জেড. ও নেটজ্ বাংলাদেশ-এর অনুপ্রেরণায় এই স্বল্প উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের কথা জেনে সাধারণ মানুষ তার সুবিধাগুলি গ্রহণ করে সমৃদ্ধ হতে পারেন।

শুভেচ্ছাসহ
দিলীপ কুমার সরকার
সম্পাদক

খাদ্যসাথী প্রকল্প

আবেদনপত্র জমা দিতে হবে

খাদ্য পরিদর্শকের কার্যালয়ে জমা দিতে
হবে অথবা অন লাইনে

নতুন রেশন কার্ডের জন্য

☛ পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের ডিজিটাল রেশন কার্ড নেই এবং ভরতুকীযুক্ত খাদ্যশস্য পেতে চায়
(৩ নং ফর্ম পূরণ)

☛ পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের ডিজিটাল রেশন কার্ড আছে এবং ভরতুকীযুক্ত খাদ্যশস্য পেতে চায়
(৪ নং ফর্ম পূরণ)

☛ ভরতুকীহীন বা সাধারণ সদস্যদের ডিজিটাল রেশন কার্ডের জন্য
(১০ নং ফর্ম পূরণ)

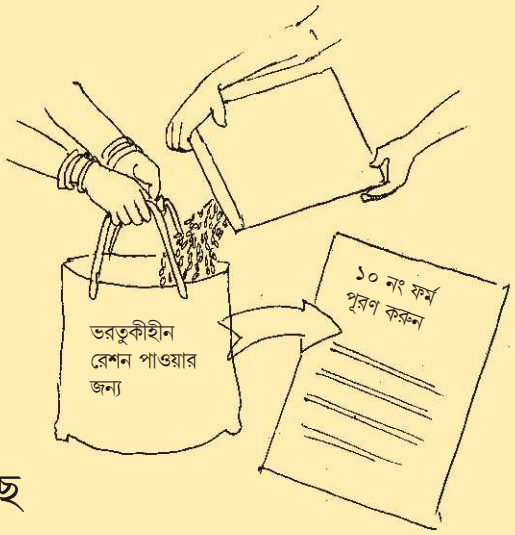

সব ক্ষেত্রেই লাগবে

- পরিবারের একটি বৈধ মোবাইল ফোন নম্বর
- ঠিকানার প্রমাণপত্র
- পরিবারের যাদের ডিজিটাল রেশন কার্ড আছে তাদের আধার কার্ডের জেরক্স
- ভরতুকীহীন রেশন কার্ডের ক্ষেত্রে যদি রেশন কার্ড থেকে থাকে, তবে তার জেরক্স দিতে হবে।
- আবেদনকারীর বয়স ৫ বছরের বেশি হলে আধার কার্ড এবং কম হলে জন্মের প্রমাণপত্র লাগবে

রেশন কার্ড সংশোধনের জন্য

- ৫ নং ফর্ম পূরণ
- বর্তমান ডিজিটাল রেশন কার্ডের জেরক্স
- প্রয়োজনীয় সংশোধনের প্রমাণপত্র
- পরিবারের একটি বৈধ মোবাইল ফোন নম্বর
- ৫ বছরের নীচে হলে জন্ম সার্টিফিকেট ও ৫ বছরের ওপরে হলে আধার কার্ডের জেরক্স

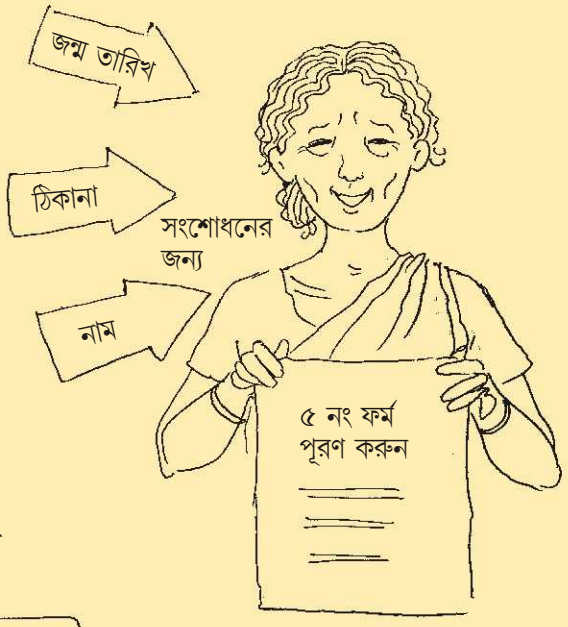

বিকল্প ডিজিটাল রেশন কার্ড পাওয়ার জন্য

- ৯ নং ফর্ম পূরণ করতে হবে
- হারিয়ে যাওয়া ডিজিটাল রেশন কার্ডের জেরক্স অথবা না থাকলে পরিবারের অন্য কোন সদস্যের রেশন কার্ডের জেরক্স
- পরিবারের সকল সদস্যের আধার কার্ডের জেরক্স ৫ বছরের নীচের সদস্যদের জন্ম প্রমাণপত্রের জেরক্স
- রেশন কার্ড নষ্ট হলে ডিজিটাল রেশন কার্ডের জেরক্স দিতে হবে

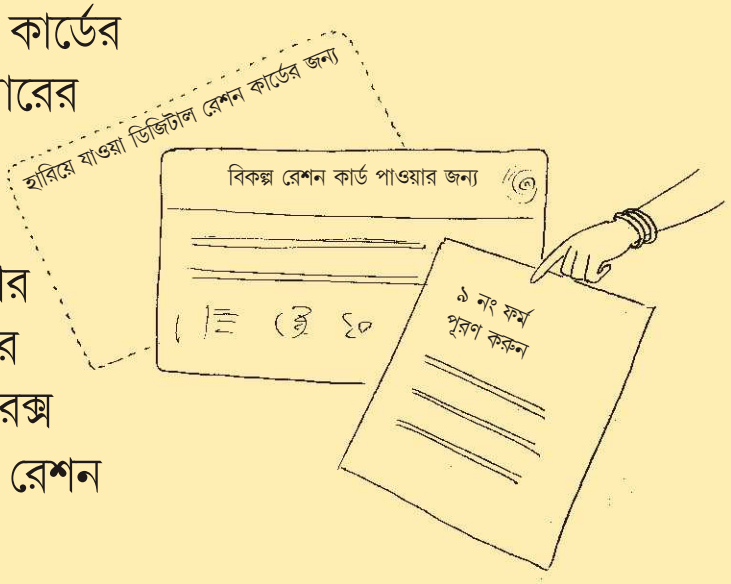

রেশন দোকান পরিবর্তনের জন্য

- পুরো পরিবারের ক্ষেত্রে
- আংশিক পরিবারের ক্ষেত্রে
- বিবাহ জনিত কারণে

- পুরো পরিবারের ক্ষেত্রে ৬ নং ফর্ম পূরণ করতে হবে

- আংশিক পরিবারের ক্ষেত্রে ১৩ নং ফর্ম পূরণ করতে হবে

- বিবাহ জনিত কারণে ১৪ নং ফর্ম পূরণ করতে হবে

- সব ক্ষেত্রেই বর্তমান ডিজিটাল রেশন কার্ডের জেরক্স লাগবে
- আবেদনকারীর আধার কার্ডের জেরক্স লাগবে
- পরিবারের বাকি সদস্যদের আধার কার্ডের জেরক্স লাগবে
- বিবাহ জনিত কারণে হলে বিবাহের প্রমাণপত্র লাগবে

মৃত্যু বা অন্য কোনো কারণে রেশন কার্ড সমর্পণের জন্য

- ৭ নং ফর্ম পূরণ করতে হবে
- ডিজিটাল রেশন কার্ড জমা দিতে হবে
- মৃতের প্রমাণপত্রের জেরক্স দিতে হবে

ডিজিটাল রেশন কার্ডের সাথে আধার এবং মোবাইল নম্বর সংযুক্তিকরণ

- রেশন কার্ড
- রেশন কার্ডধারীর আধার কার্ড ও মোবাইল নম্বর

কৃষক বন্ধু প্রকল্প

এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার শর্ত

১. কৃষকের নিজের নামে জমির পাট্টা অথবা নিবন্ধীকৃত বর্গা থাকতে হবে

২. যদি নিজের নামে জমি না থাকে, তবে দলিল বা দানপত্র, স্ব-ঘোষণাপত্র এবং সাথে পঞ্চায়েত প্রধাণের ওয়ারিশন সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

প্রকল্পের সুবিধাগুলি হল

- কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সহায়তা
- মৃত্যুজনিত সহায়তা

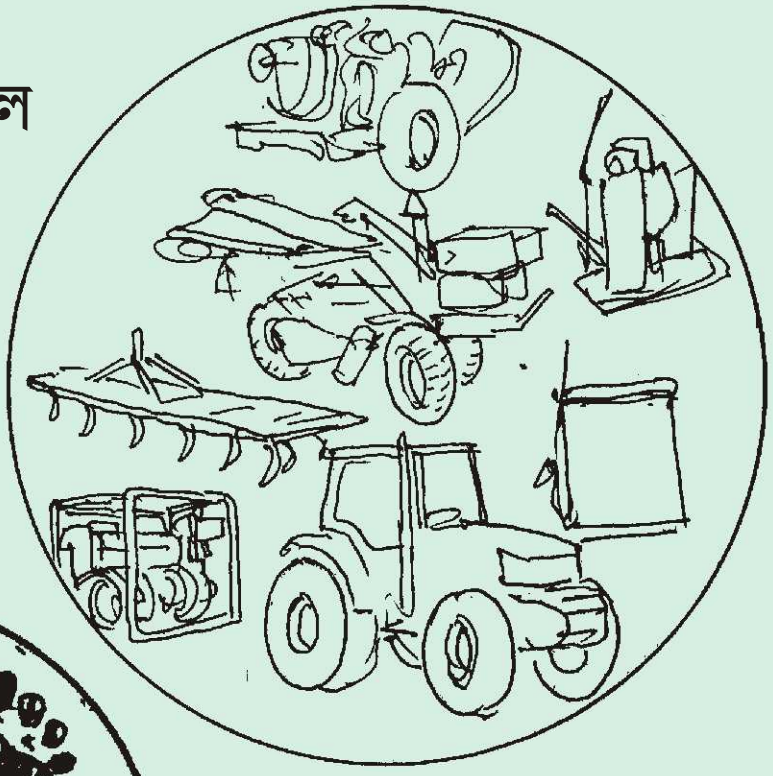

কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সহায়তা পাওয়ার জন্য

ব্লকের কৃষি দপ্তরে আবেদনপত্রের সাথে নিম্নলিখিত নথীগুলি জমা করতে হবে

- সাম্প্রতিক চাষযোগ্য জমির পাট্টা অথবা বর্গা নিবন্ধীকরণের নথী (জেরক্স)
- ভোটার কার্ড (জেরক্স)
- আধার কার্ড (জেরক্স)
- ব্যাঙ্কের পাশবই অথবা বাতিল ব্যাঙ্কের চেক (Canceled Cheque) (জেরক্স)
- পাশপোর্ট মাপের ছবি
- মোবাইল নম্বর (ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সাথে যুক্ত)
- নিজের নামে জমি না থাকলে দলিল বা দানপত্র এবং স্ব-ঘোষণাপত্র তার সাথে পঞ্চায়েত প্রধানের ওয়ারিশন সার্টিফিকেট

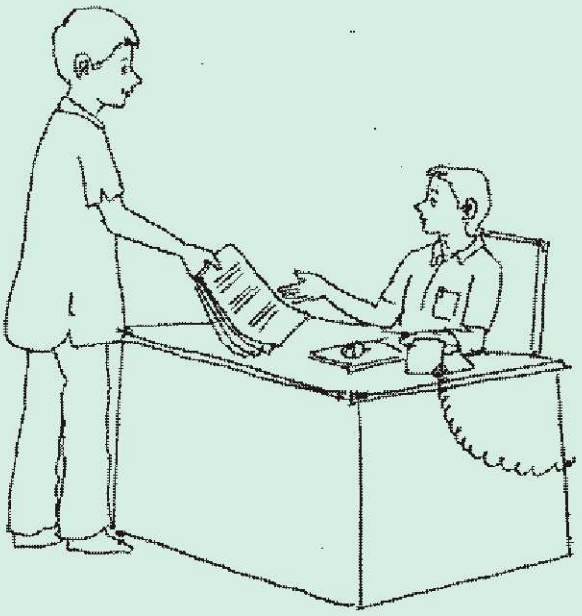

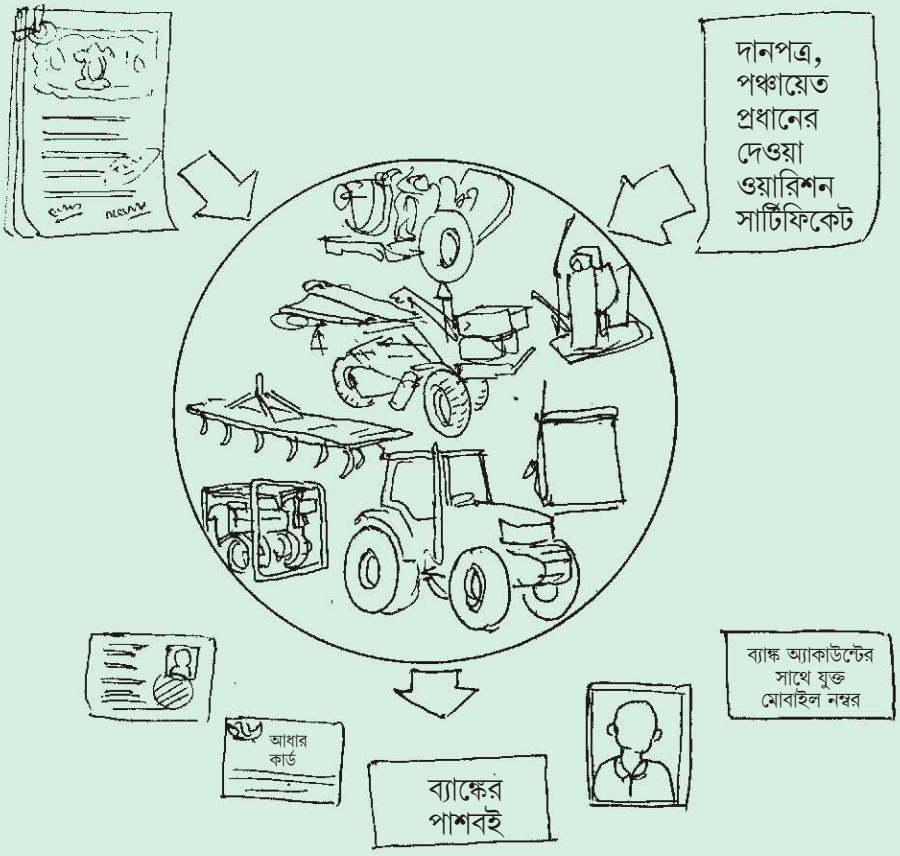

কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে কী কী সুবিধা পেতে পারেন

- ১ একর বা তার বেশি জমির জন্য খরিফ ও রবি মরশুমের চাষ শুরুর আগে বছরে ২ কিস্তিতে সর্বাধিক ১০ হাজার টাকা অনুদান পাবেন।
- ১ একরের কম হলে আনুপাতিক হারে বছরে ২কিস্তিতে ন্যূনতম ৪ হাজার টাকা পাবেন।

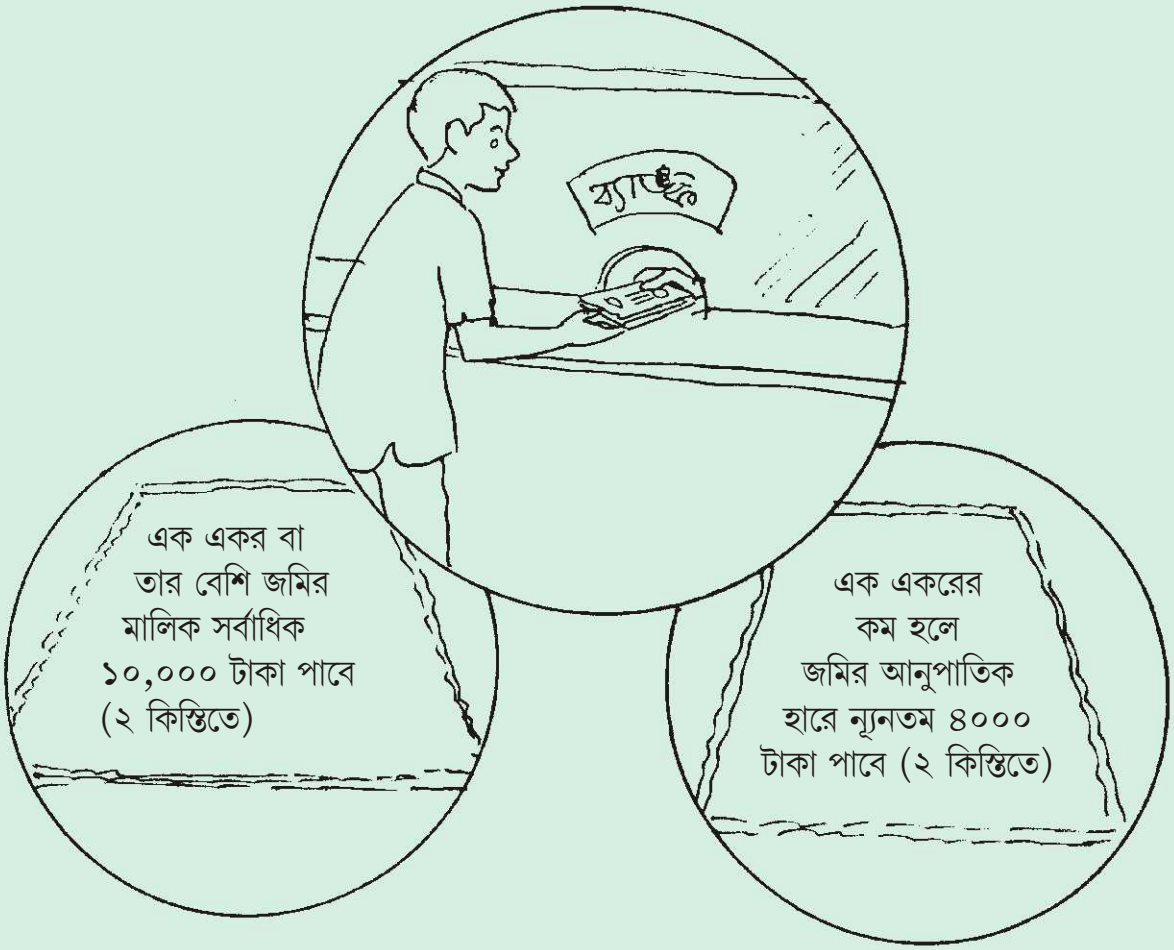

মৃত্যুজনিত সহায়তা পাওয়ার জন্য

☛ ব্লকের বিডিও অফিসে আবেদনপত্রের সাথে নিম্নলিখিত নথীগুলি জমা করতে হবে

- মৃত কৃষক বা নথীভুক্ত ভাগচাষির পরিচয়পত্র (জেরক্স)
- মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর প্রমানপত্র (Death Certificate)
- বিডিও'র দেওয়া আইনসম্মত উত্তরাধিকার সংক্রান্ত শংসাপত্র
- মৃত ব্যক্তির নামে জমির সাম্প্রতিক বর্গা নিবন্ধীকরণের নথী অথবা পাট্টা (জেরক্স)
- ব্যাঙ্কের পাশবই অথবা বাতিল ব্যাঙ্কের চেক (Canceled Cheque) (জেরক্স)

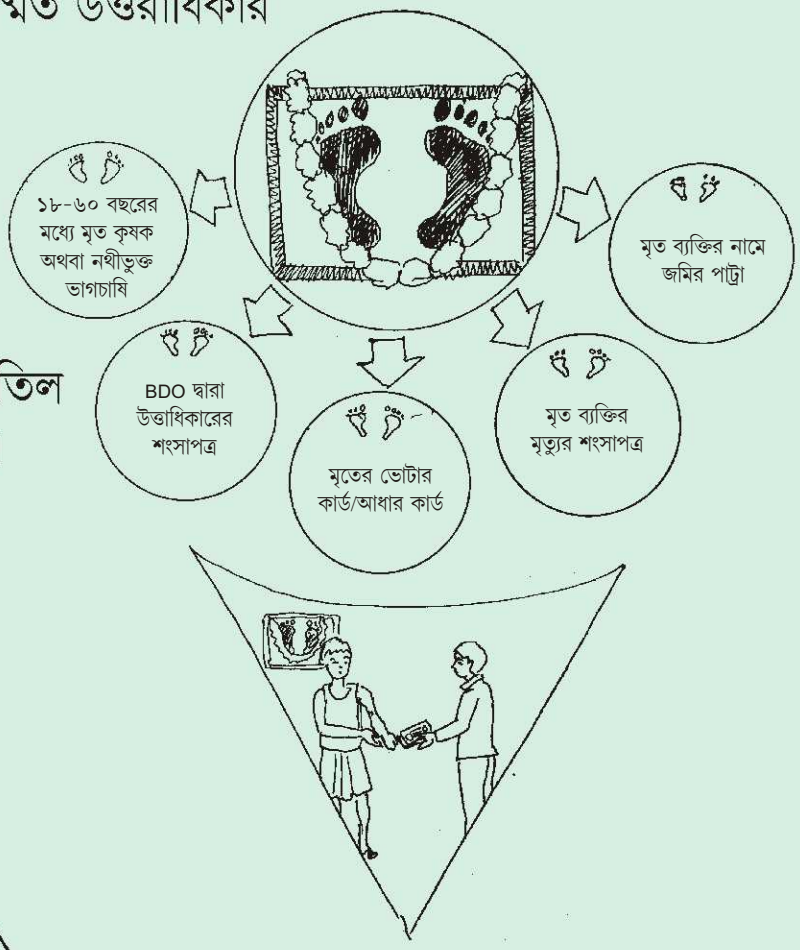

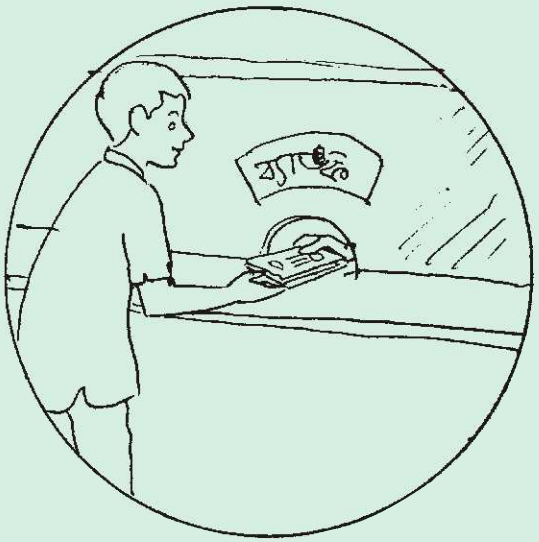

☛ কী কী সুবিধা পেতে পারেন

১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সী কোনো কৃষক বা নথীভুক্ত ভাগচাষির মৃত্যু হলে তার আইনসম্মত উত্তরাধিকারী এককালীন ২ লক্ষ টাকা অনুদান পাবেন।

এম.জি.এন.আর.ই.জি.এ ১০০ দিনের কাজ

আবেদন করার ১৫ দিনের মধ্যে কাজ প্রদান করা হবে।

কাজের পারিশ্রমিক নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পেয়ে যাবে

সাদা কাগজে বা নির্দিষ্ট ফর্মে পঞ্চায়েত অফিসে অথবা বিডিও অফিসে জব কার্ডের জন্য আবেদন করতে হবে

- সরকারি পরিচয়পত্রের জেরক্স
- ব্যাঙ্কের পাশবই এর জেরক্স (আবেদনকারীর নিজের নামে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট)

১৫ দিন পর পঞ্চায়েত অফিস অথবা বিডিও অফিস থেকে জব কার্ড সংগ্রহ করতে হবে

- **সাদা কাগজে বা নির্দিষ্ট ফর্মে পঞ্চায়েত অফিসে কাজের জন্য আবেদন করতে হবে**

ফসল বীমা প্রকল্প

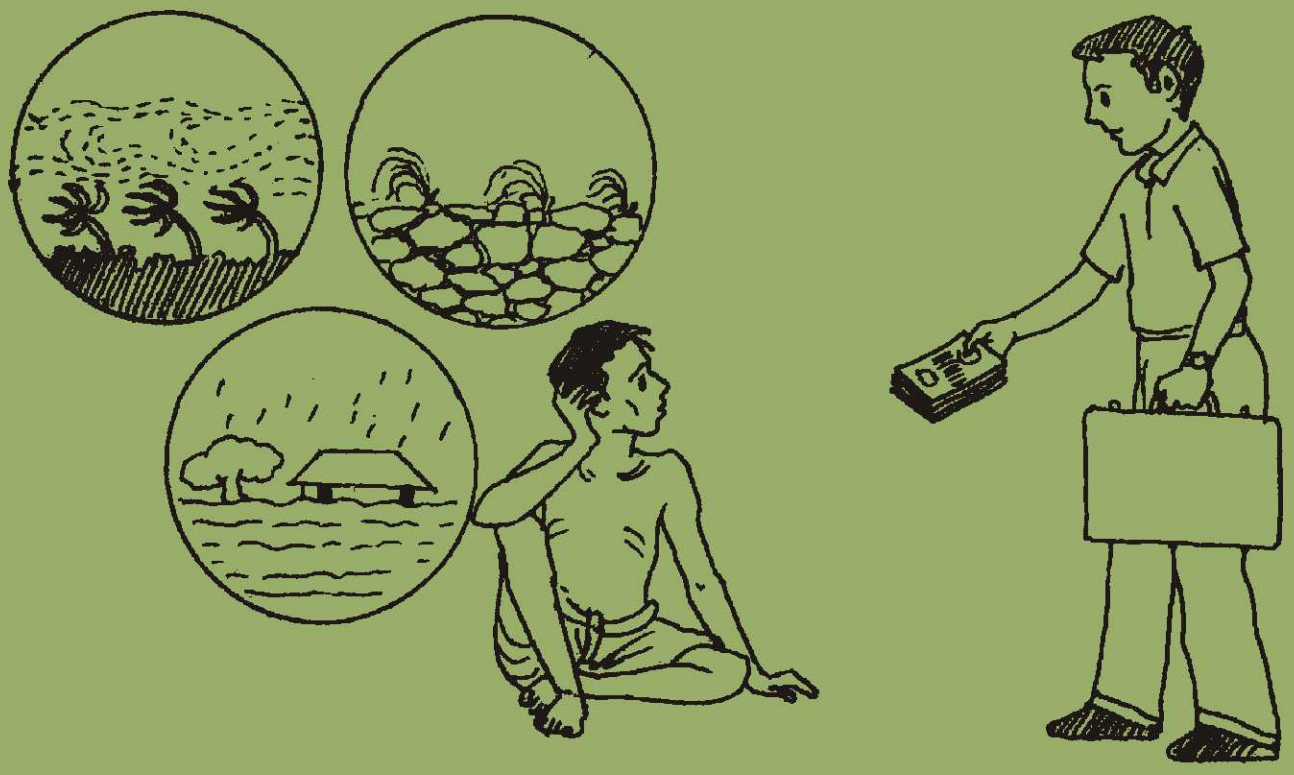

গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে খরিফ ও রবি মরশুমের চাষ শুরু হওয়ার আগে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।

- আধার কার্ড (জেরক্স)
- ব্যাঙ্কের পাশবই (জেরক্স)
- সাম্প্রতিক জমির পাট্টা অথবা বর্গা নথীভুক্তকরণের প্রমাণপত্র দিতে হবে

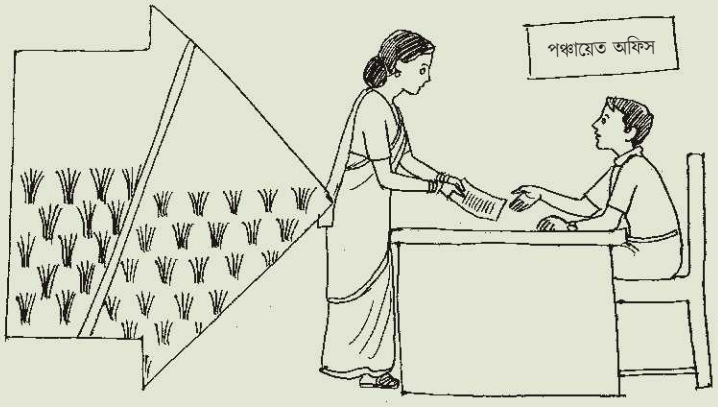

চাষে ক্ষয়ক্ষতি হলে সরকারিভাবে বিবেচনা করে জমির পরিমাণ অনুপাতে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে

তপশিলী জাতি, আদিবাসী এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীদের (ওবিসি) শংসাপত্র

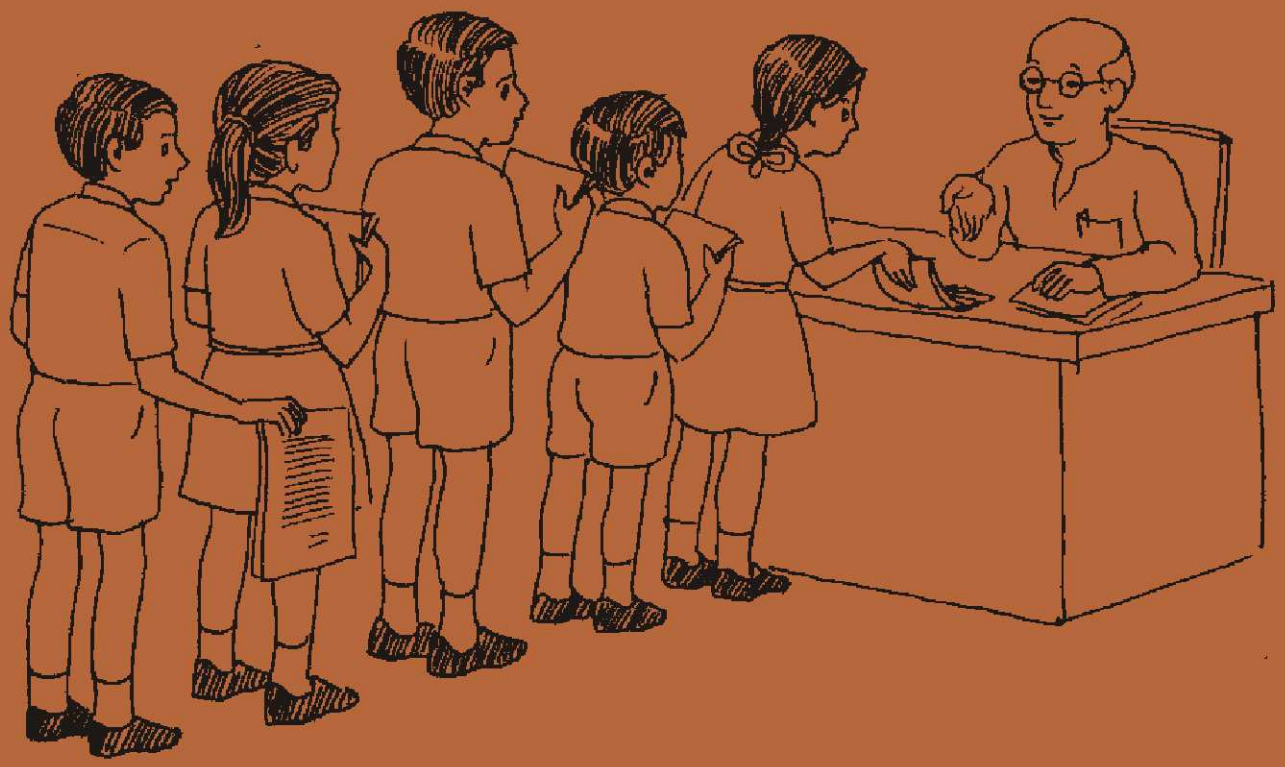

শংসাপত্র পাওয়ার জন্য নিম্নলিখিত নথীগুলি লাগবে

- স্কুলের শংসাপত্র বা মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড
- ভোটার অথবা আধার কার্ড
- পিতার বংশের দিকের আত্মীয়ের জাতিগত প্রমাণপত্র এবং পারিবারিক বিবরণ
- বিগত ৩ বছরের আয়ের প্রমাণপত্র (**কেবলমাত্র ওবিসিদের জন্য**)
- যে কোনো সরকারি পরিচয়পত্রের জেরক্স

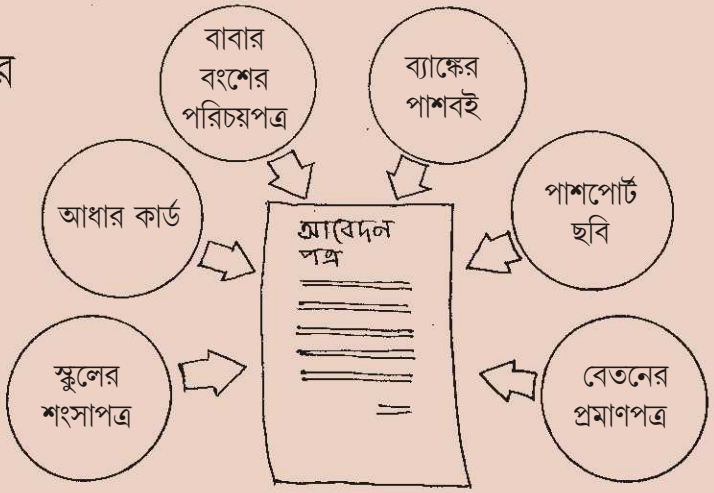

- ব্যাঙ্কের পাশবই এর জেরক্স (আবেদনকারীর নিজের নামের)
- আবেদনকারীর পাশপোর্ট সাইজ ফটো

বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ের মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা দিতে পারে

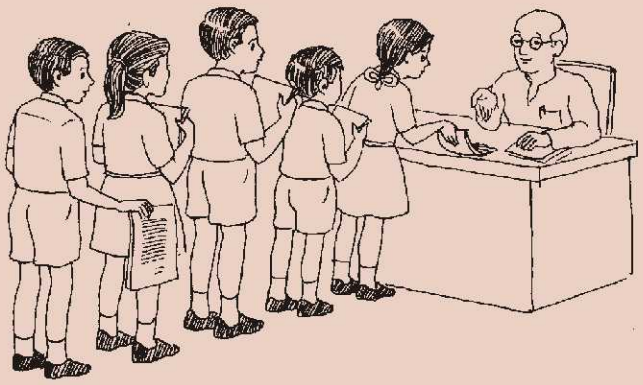

অন্যান্যরা পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে অথবা অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দিতে পারে।

জয় জোহার/তপশিলী বন্ধু পেনশন প্রকল্প

আবেদন করার শর্ত

- আবেদনকারীকে রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে
- অন্য কোনো সামাজিক সুরক্ষামূলক প্রকল্প থেকে ভাতা নেওয়া যাবে না
- নিজের নামে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে
- তপশিলী জাতিভুক্ত বা আদিবাসী হতে হবে
- আবেদনকারীকে ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সী হতে হবে

বিডিও অফিসে আবেদন পত্র জমা দিতে হবে কী কী লাগবে

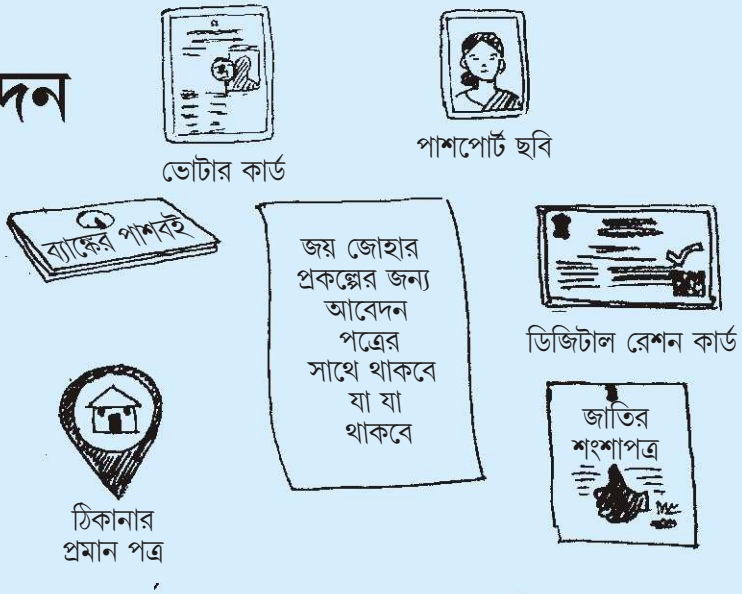

- পাশপোর্ট মাপের ছবি
- ডিজিটাল রেশন কার্ড
- ভোটার কার্ড
- ব্যাঙ্কের পাশবই
- ঠিকানার প্রমাণপত্র (স্ব-প্রত্যয়িত)
- জাতিগত শংসাপত্র
- প্রথমে পিতার দিকের আত্মীয়ের জাতিগত শংসাপত্র জমা দিলে হবে কিন্তু পরবর্তীকালে নিজের শংসাপত্র দিতে হবে

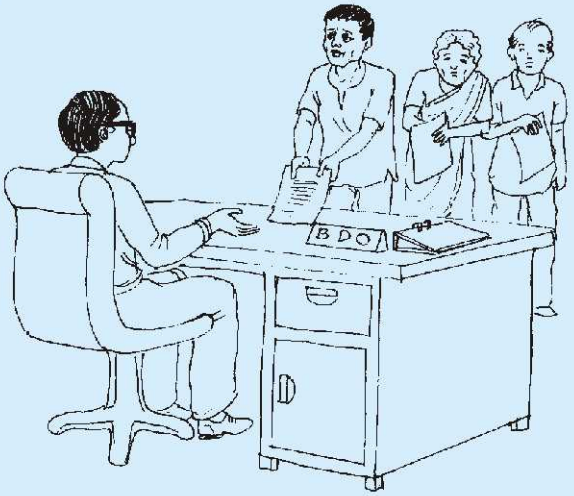

প্রতিমাসে ১০০০ টাকা করে পেনশন পাবেন

মানবিক প্রকল্প

প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার শর্ত

- বিশেষভাবে সক্ষম যেসব মানুষের প্রতিবন্ধকতা ৪০ শতাংশ বা তার বেশি
- আবেদনকারীকে অন্ততপক্ষে ১০ বছর পশ্চিমবঙ্গে বাস করতে হবে
- আবেদনকারীর বয়স যদি ১০ বছরের কম হয়, তবে তার জন্ম তারিখের ভিত্তিতে বসবাসের সময় নির্ধারিত হবে
- আবেদনকারী রাজ্যের বা কেন্দ্র সরকারের অন্য কোন পেনশন পান না

বিডিও অফিসে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে

কী কী লাগবে

- ব্যাঙ্কের পাশবই এর জেরক্স
- উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দেওয়া প্রতিবন্ধকতা সংক্রান্ত শংসাপত্র
- রেশন কার্ড/ভোটার কার্ড/আধার কার্ড (স্ব-প্রত্যয়িত জেরক্স)
- পাশপোর্ট সাইজের ফটো

প্রতি মাসে ১০০০ টাকা করে ভাতা পাবেন

সামাজিক সুরক্ষা যোজনা

প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার শর্ত

- যে কোনো অসংগঠিত কর্মী
- যার বয়স ১৮ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে
- পারিবারিক উপার্জন মাসে ৬,৫০০ টাকার কম

পঞ্চায়েত অফিসে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে

কী কী লাগবে

- ভোটার কার্ড
- আধার কার্ড
- ১৮ বছর বয়সের নীচে সকল পরিবারের সদস্যের আধার কার্ড
- ব্যাঙ্কের পাশবই এর জেরক্স
- পাশপোর্ট সাইজের ফটো

- **উপভোক্তা মাসে ২৫ টাকা দিলে সরকার ৩০ টাকা অনুদান দেবেন এবং তার সুদ দেবেন**

- **৬০ বছরের বেশি বয়স হয়ে গেলে কিংবা কর্মীর মৃত্যু হলে সুদ সহ ওই টাকা তুলে নেওয়া যাবে**

রোগব্যাধী অথবা দুর্ঘটনার জন্য সহায়তা

- চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট কতকগুলি হাসপাতালে ভর্তি করলে ৬০ হাজার টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা মূল্য পাওয়া যাবে।

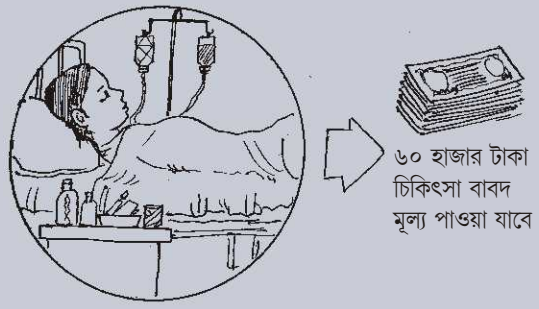

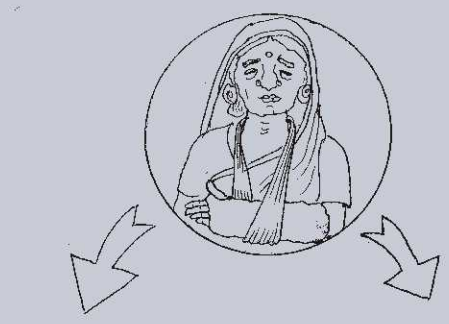

- দুর্ঘটনার কারণে কর্মদিবস নষ্ট হলে প্রথম ৫ দিনের জন্য ১০০০ হাজার টাকা এবং বাকি দিনগুলির জন্য ১০০ টাকা হারে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা সহায়তা পেতে পারেন।

- দুর্ঘটনায় ৪০ শতাংশ শারীরিক অসমর্থতা হলে ৫০ হাজার টাকা অনুদান পাবেন।

- দুর্ঘটনায় ১টি চোখ, ১টি পা বা ১টি হাতের কর্মক্ষমতা হারালে ১ লক্ষ টাকা অনুদান পাবেন।

- দুর্ঘটনায় ২টি চোখ, ২টি পা বা ২টি হাতের কর্মক্ষমতা হারালে ২ লক্ষ টাকা অনুদান পাবেন

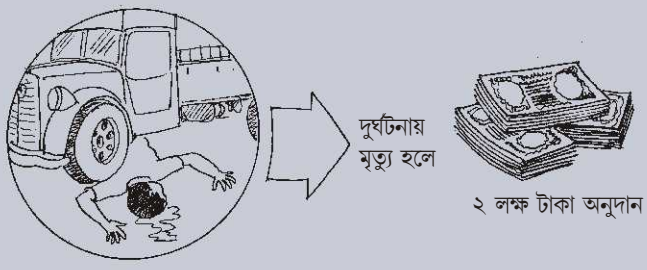

- দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে ২ লক্ষ টাকা অনুদান পাবেন।

কৃষি যন্ত্রপাতি কেনার সহায়তা

ব্লকের এডিএ অফিসে আবেদনপত্র জমা করতে হবে

কী কী লাগবে

- আধার কার্ড
- কৃষক বন্ধুর আই.ডি (পরিচয়পত্র)
- কৃষি যন্ত্রপাতির বিবরণ
- জমির বর্ণনা
- চাষির বর্ণনা
- ব্যাঙ্কের পাশবই এর জেরক্স

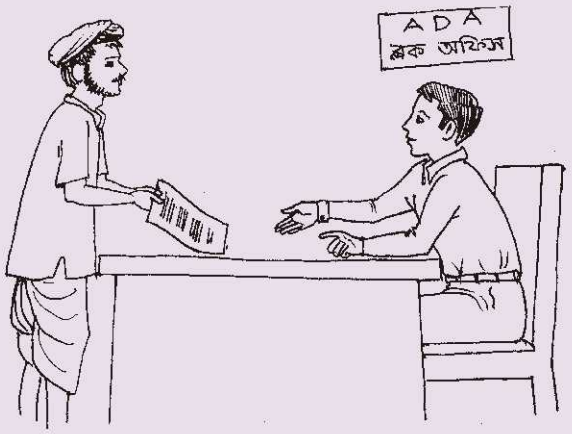

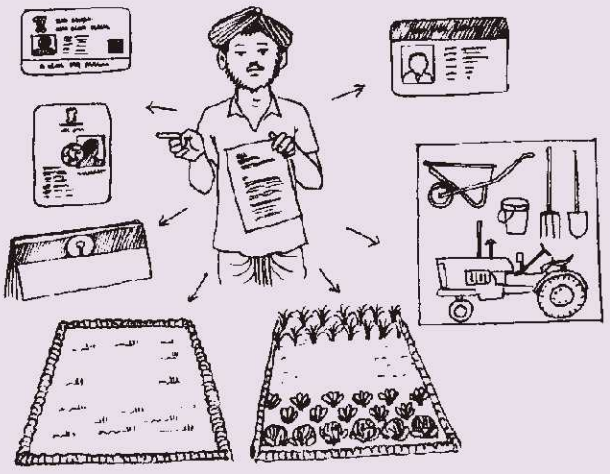

- **ডি.এল.এস.সি দপ্তর থেকে অনুমতি আসলে এ.ডি.এ চাষিকে অনুমতিপত্র দেবেন**

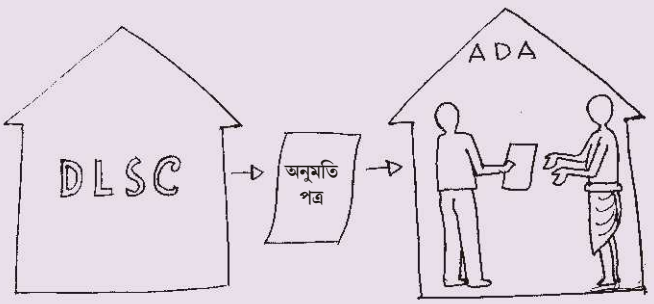

- **অনুমতিপত্র পাওয়ার ১০ দিনের মধ্যে চাষিকে নিজের টাকায় যন্ত্রপাতি কিনতে হবে এবং ২ মাসের মধ্যে ২ কিস্তিতে ব্যাঙ্কের অনুদান পাঠানো হবে।**

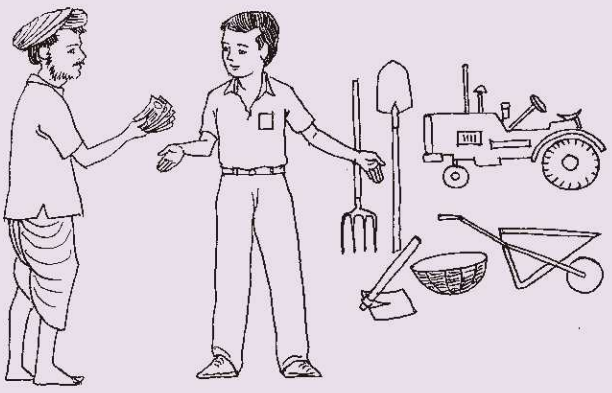

ব্যাঙ্কে নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা

- **নিকটবর্তী ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের কাছে নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে জমা করতে হবে**

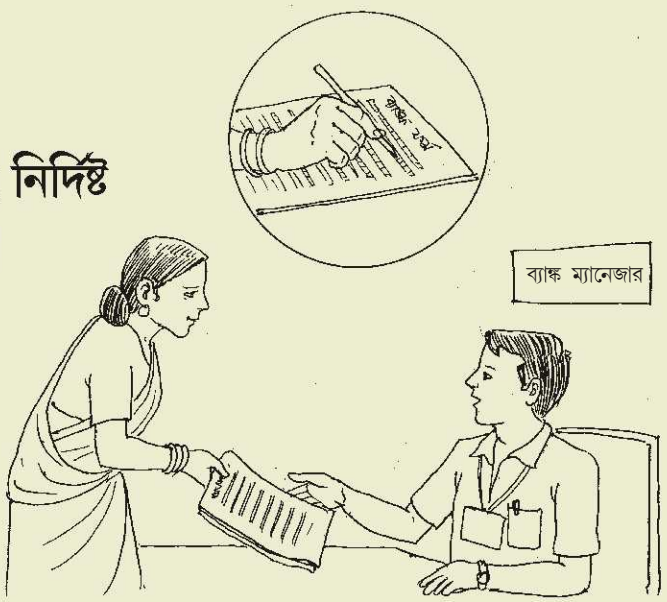

কী কী লাগবে

- ৩ কপি পাশপোর্ট মাপের ছবি
- আধার কার্ড
- ভোটার কার্ড
- প্যানকার্ড
- ঠিকানা সংক্রান্ত প্রমাণপত্র
- ব্যাঙ্কে সঞ্চয়ের জন্য ন্যূনতম মূল্য

১ সপ্তাহের মধ্যে ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ পাশবই দেবেন

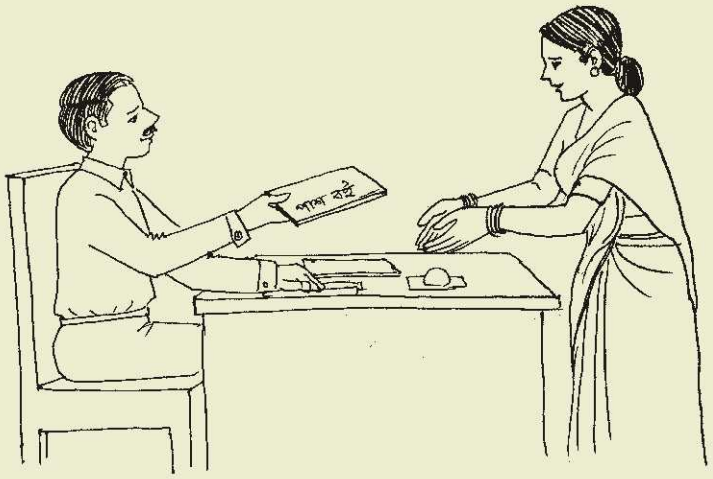

কিষান ক্রেডিট কার্ড

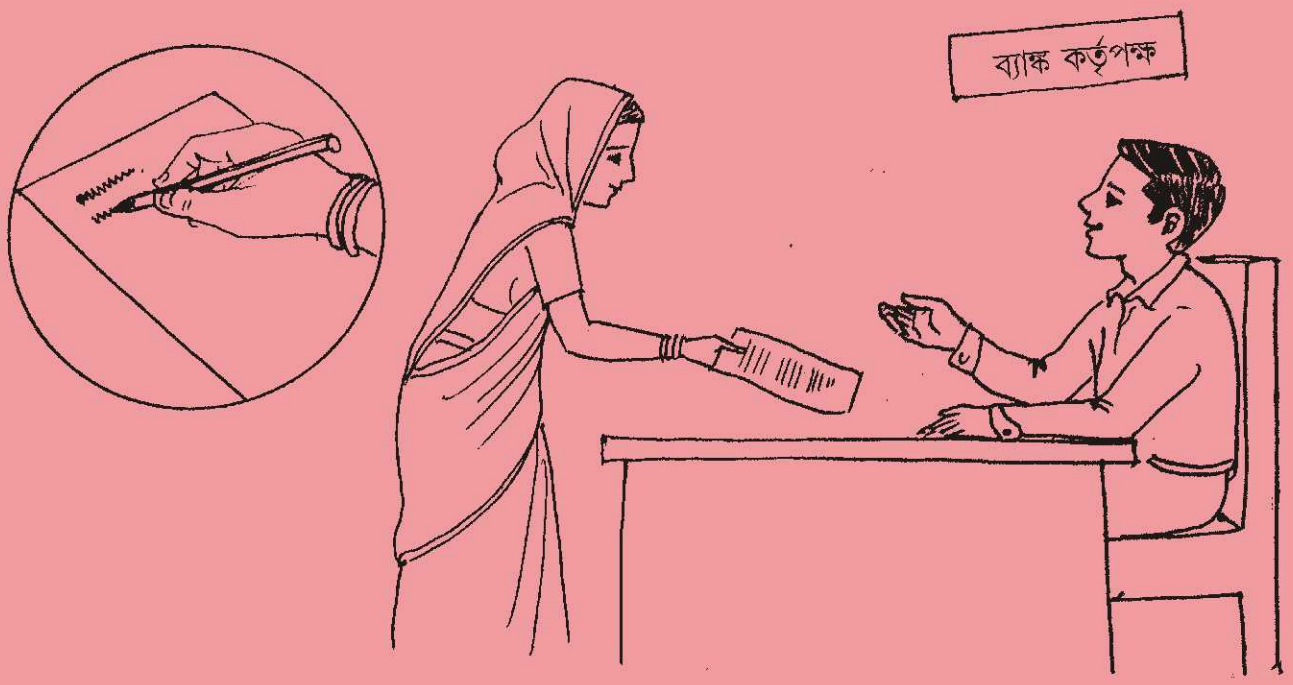

- **নিকটবর্তী ব্যাঙ্ক, যেখানে চাষির অ্যাকাউন্ট আছে, সেখানকার কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদনপত্র জমা করতে হবে**

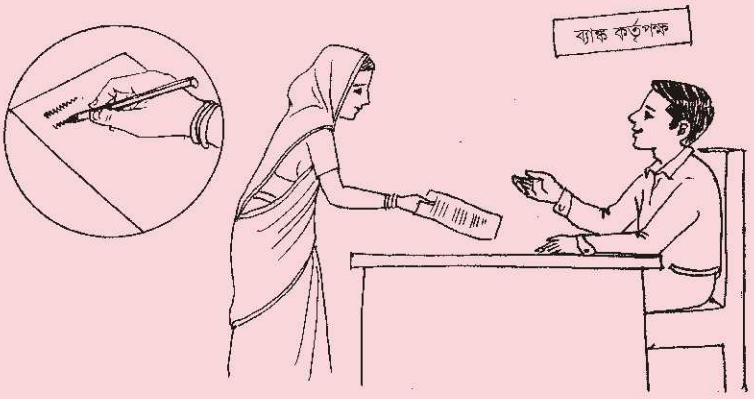

কী কী লাগবে

- রেশন কার্ড
- জব কার্ড
- আধার কার্ড
- ভোটার কার্ড
- প্যানকার্ড
- ব্যাঙ্কের পাশবই এর জেরক্স

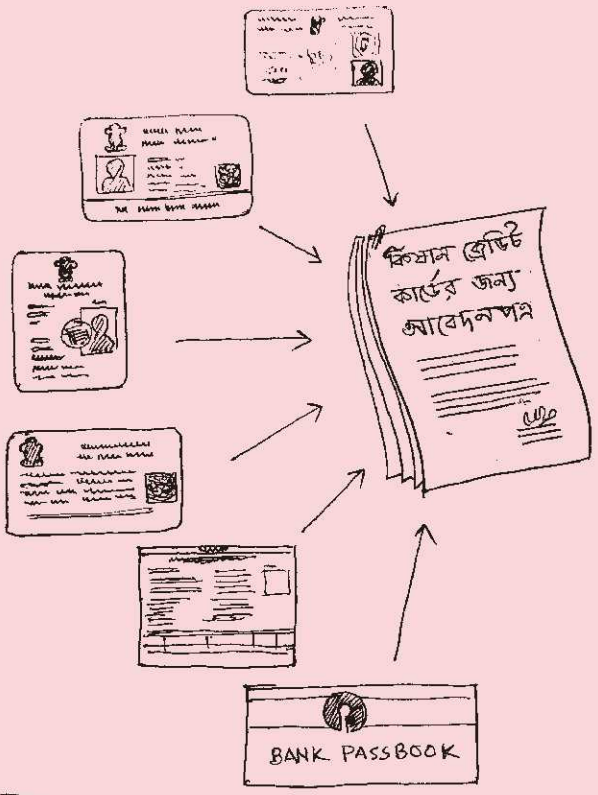

প্রথম কিস্তির ঋণ এবং কিষান ক্রেডিট কার্ড একসঙ্গে পাওয়া যাবে

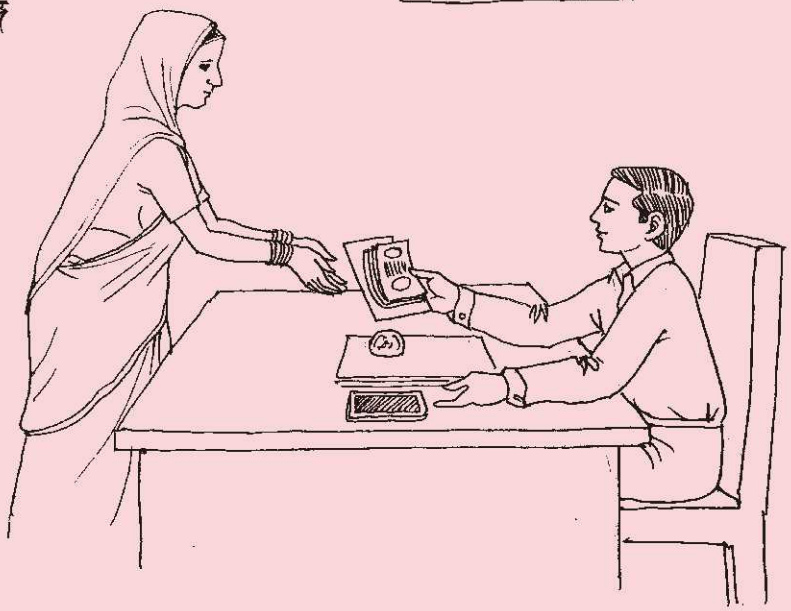

স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প

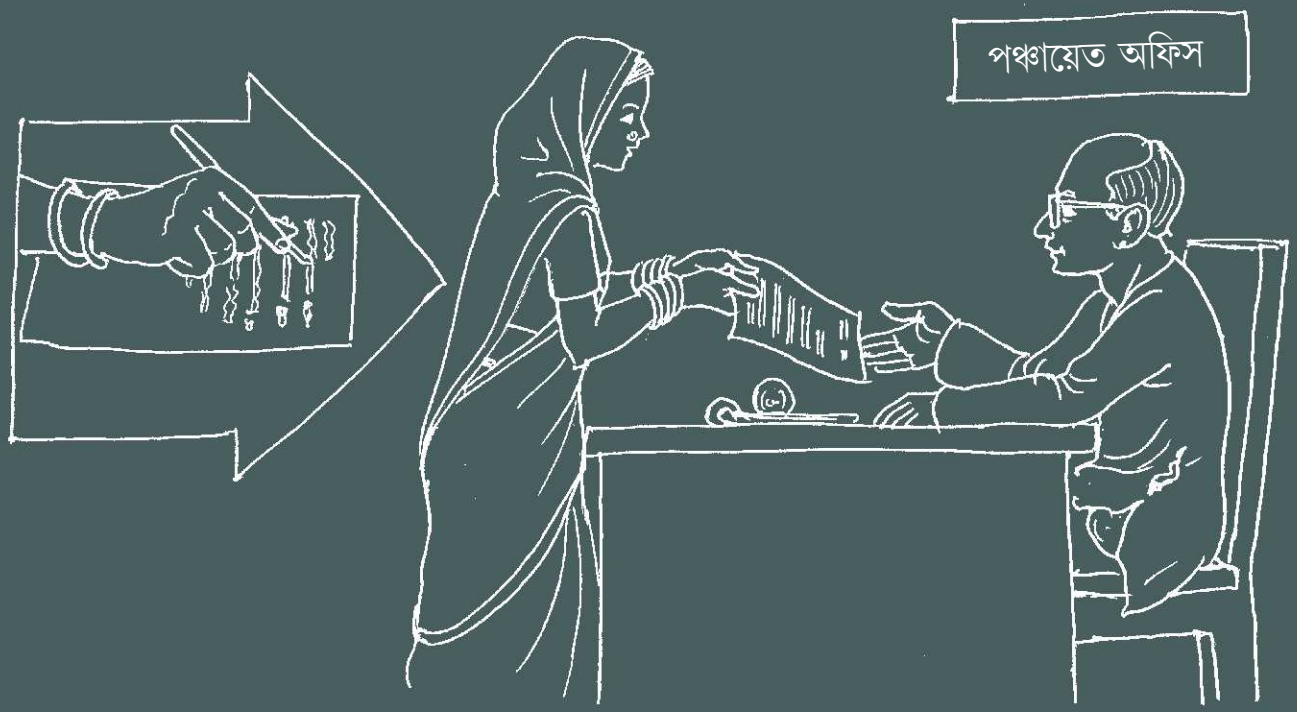

রাজ্য সরকারি স্তরে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি উদ্যোগ।

- পরিবারের সকল সদস্য এই প্রকল্পের আওতায়। পরিবারের স্বামী-স্ত্রী উভয় পক্ষের বাবা মা ও পরিবারের প্রতিবন্ধী সদস্য অব্দি।
- আবেদন করতে হবে swasthya sathi.gov.in সাইট মারফত - অনলাইনে
- আবেদন করলে স্মার্ট কার্ড পাওয়া যাবে। কার্ডটি আসবে পরিবারের প্রধান মহিলার নামে
- এই জন্য বিমা হবে । বিমার সমস্ত প্রিমিয়াম বহন করবে সরকার।

আবেদনপত্রের সঙ্গে যা যা জমা দিতে হবে:

১. রেশন কার্ড
২. আধার কার্ড
৩. স্থায়ীভাবে বাস করার প্রমাণপত্র
৪. পাসপোর্ট ছবি
৫. মোবাইল নম্বর

যোগ্যতার মাপকাঠি

- পশ্চিমবঙ্গের পাকাপাকি বসবাসকারী হতে হবে।
- আবেদনকারী অন্য কোনো সরকারি স্বাস্থ্য প্রকল্পের আওতামুক্ত থাকবেন না।

বার্ধক্য ও বিধবা ভাতা প্রকল্প

রাজ্য সরকারি স্তরে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি উদ্যোগ।

দুই ক্ষেত্রেই অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

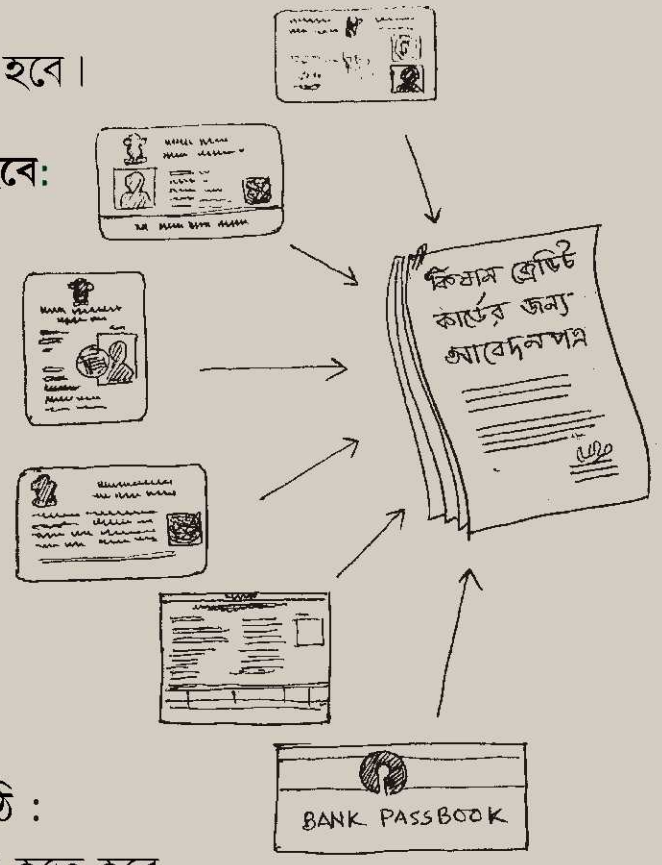

আবেদনপত্রের সঙ্গে যা যা জমা দিতে হবে:

১. ভোটার কার্ড
২. আধার কার্ড
৩. স্থায়ীভাবে বাস করার প্রমাণপত্র
৪. বয়সের প্রমাণপত্র
৫. ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ
৬. পাসপোর্ট ছবি
৭. মোবাইল নম্বর

বিধবা ভাতার ক্ষেত্রে যোগ্যতার মাপকাঠি :

- পশ্চিমবঙ্গের পাকাপাকি বসবাসকারী হতে হবে
- আবেদনকারীর পরিবারের মাসিক আয় হাজার টাকার বেশি হবে না
- আবেদনকারী কোনোভাবে কোনো অর্থ সাহায্য আত্মীয়-পরিজনের থেকে গ্রহণ করেন না
- বিধবা ভাতার ক্ষেত্রে স্বামীর মৃত্যুর প্রমাণপত্র বাধ্যতামূলক

বার্ধক্য ভাতা

- পশ্চিমবঙ্গবাসী যে কোনো প্রবীণ মানুষই এর জন্য আবেদন করতে পারেন।

প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি

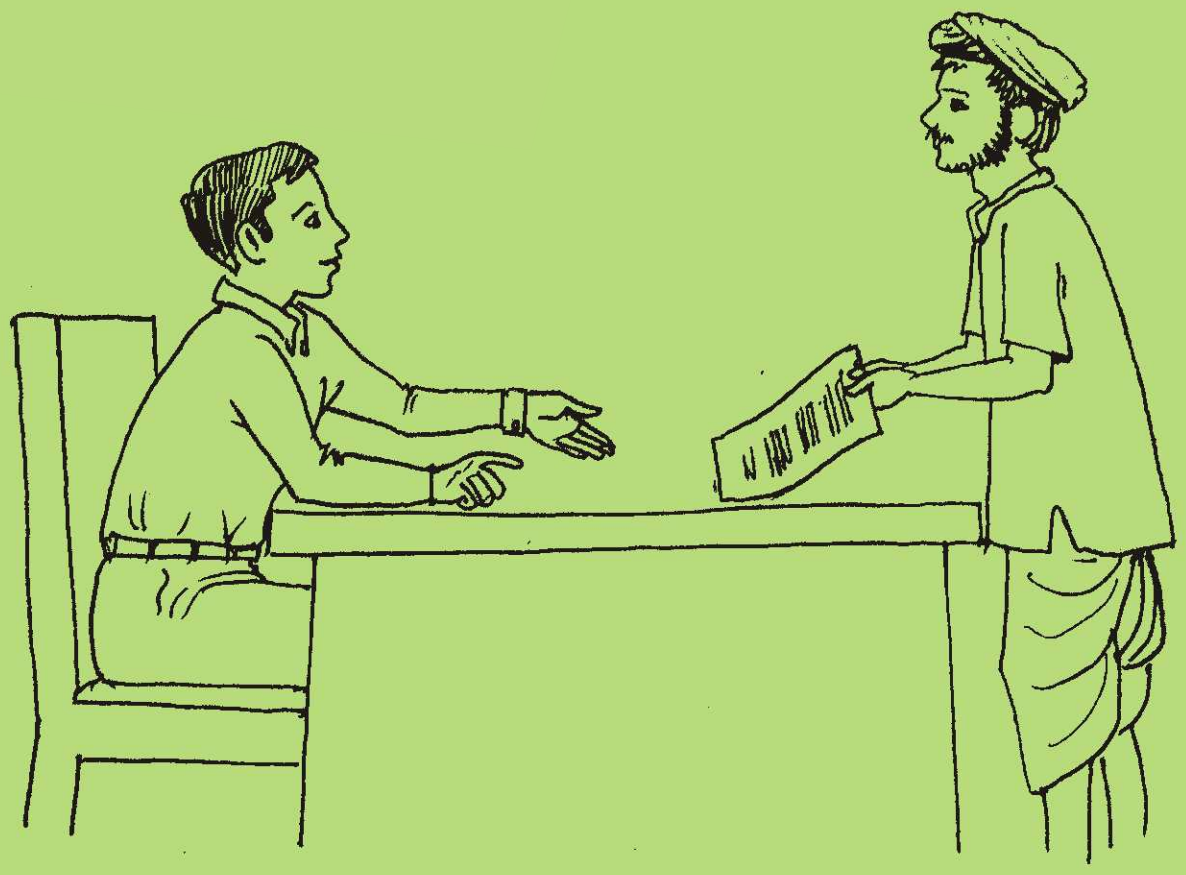

কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্প

- অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
- বড়-ছোট যে কোনো চাষিই আবেদন করতে পারবে।

আবেদনপত্রের সঙ্গে যা যা জমা দিতে হবে:

১. রেশন কার্ড
২. আধার কার্ড
৩. ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ
৪. ডিজিট্যাল (কম্পিউটার) কার্ড

হেল্প লাইন:

১৫৫২৬১
১৮০০১১৫৫২৬ (টোল ফ্রি)